পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

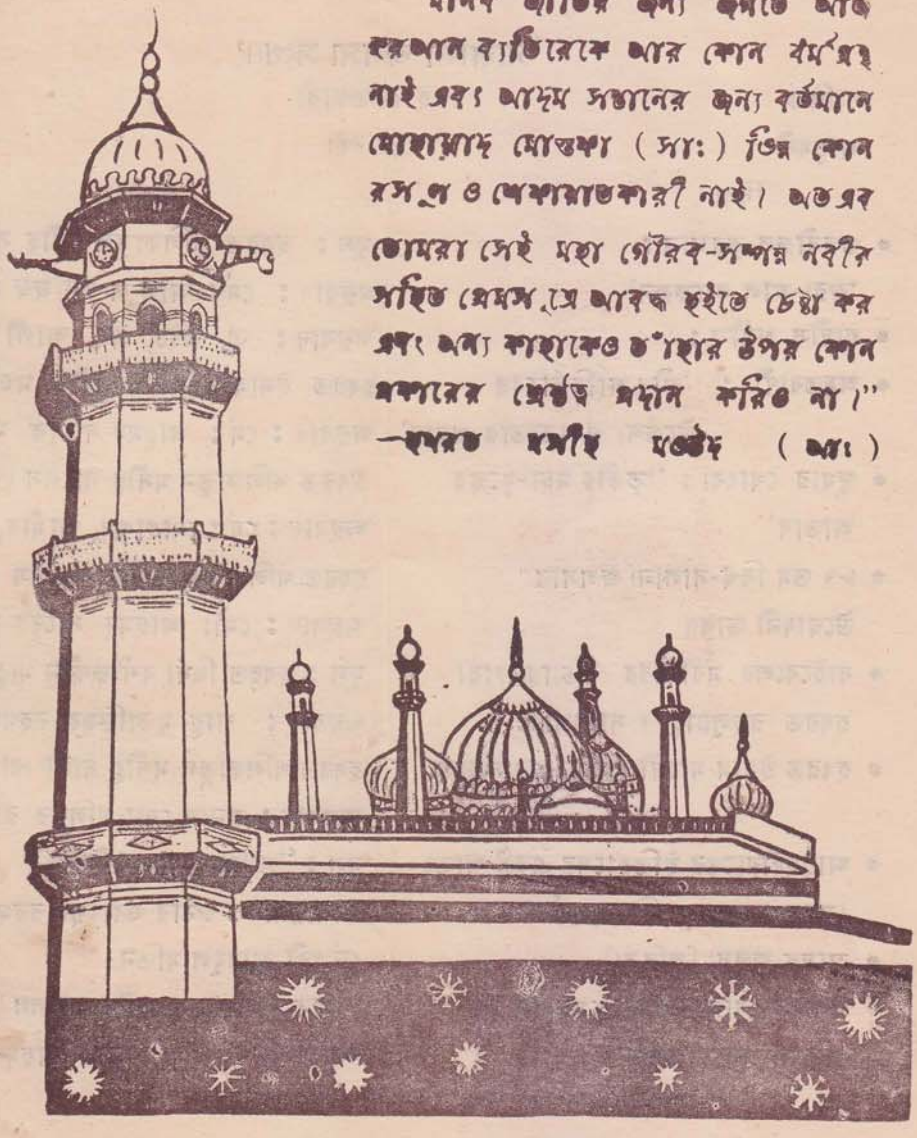

সম্পাদকঃ— এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ ঃ ১৯ শ সংখ্যা

২রা ফাল্গুন, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং : ২৭শে রবিঃ আউঃ, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা ঃ অন্যান্য দেশ ঃ ·; পাউণ্ড

সূচীপত্র

'সালানা জলসা সংখ্যা'

পাক্ষিক ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৩৩শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৮০ইং ১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সূরা-আল কাফেরুন'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'স্বীয় আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও সত্যতার প্রমাণ'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও. মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
* জুমার খোৎবা : "তৃতীয় মহা-যুদ্ধের আভাষ"	হযরত খলিফাতুন মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ জাঃ আঃ	৯
* ৮৭ তম বিশ্ব-সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
* বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ)	মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৪
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	১৭
* আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসের একটি পাতা (সহজ-সরলরূপে বিবাহানুষ্ঠান)	মূল : "তারিখে আহমদীয়াত" ভাবানুবাদ : জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া	২০
* আসন্ন জলসা [কবিতা]	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৪
* জলসায় যোগদানকারী মেহমানদের খেদমত করার গুরুত্ব	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস [আইঃ] অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫

❋❋❋

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নবপর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

২রা ফাল্গুণ ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং : ১৫ই তবলীগ ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সুরা-আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'ইয়া আইয়ুহা' সম্বন্ধে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে আরবী ভাষায় সতর্কতার মর্ম মন্দ কাজ হইতে বারণ করা বুঝায় না বরং ইহা কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মর্ম বুঝায়। কুরআন করীমে 'এয়া আইয়ুহা' শব্দগুলি প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেরূপে কোন কোন স্থানে এই শব্দগুলি দ্বারা অপরাধীগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেরূপে কোন কোন স্থানে ইহা দ্বারা মোমেনদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যেরূপে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেরূপে সকল মানবজাতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যেরূপে রসুলগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেরূপে নবীগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে 'ইয়া আইয়ুহা' শব্দগুলি ডাঁটন ও তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় না বরং শুধু মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মনোযোগ নবীদেরও আকর্ষণ করা যায়, মনোযোগ মোমেনদেরও আকর্ষণ করা যায়, মনোযোগ অপরাধীদেরও আকর্ষণ করা যায়, মনোযোগ কাফেরদেরও আকর্ষণ করা যায়, মনোযোগ মানবমণ্ডলীরও আকর্ষণ করা যায়। এইরূপে মনোযোগ মহব্বত প্রকাশার্থেও আকর্ষণ করা যায়, আবার মনোযোগ ক্রোধ প্রকাশার্থেও আকর্ষণ করা যায়। যেমন কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন, 'ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়ু ইন্না আরসালনাকা শাহেদান ওয়া মোবাশশেরান ওয়া নাযিরান'। এস্থলে মহব্বতই প্রকাশ করা হইয়াছে, তিরস্কারের কোন প্রশ্নই উঠে না। শুধু এই মযমুনের মহত্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, দেখ, আমরা তোমার উপর কত বড়

পুরস্কার নাযেল করিয়াছি। এইরূপেই অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, 'ইয়া আইয়ুহার রসুলো লা ইয়াহযুনলকাল্লাযিনা ইউসারেউনা ফিল কুফ্‌রে মোয়েদা (৬রুক)। এস্থলেও কোন ডাঁটডাপট প্রকাশ করা হয় নাই বরং সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং 'ইয়া আইয়ু'হা-এর অর্থে ডাঁট ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য পাওয়া যায় না বরং বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করা হয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে 'কুল ইয়াআইয়হাল কাফেরুনা' বলিয়া এই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, হে কাফেরগণ! যে মযমুনের প্রতি আমরা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি উহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যে বিষয়ের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং বলিতেছেন যে উহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উহার ব্যাখ্যা আমরা এই দিয়া থাকি যে. "হে কাফেরগণ! আমি তোমাদের কথা শুনি না, তোমরা আমর কথা শুন না; তোমাদের ধর্ম তোমাদের সঙ্গে, আমাদের ধর্ম আমাদের সঙ্গে।" এইরূপ বলাতে কি গুরুত্ব প্রকাশ পাইতেছে? এই ব্যাখ্যার পক্ষে অবশ্য কোন প্রমাণ পেশ করা উচিত যে কেন তোমরা আমার কথা শুন না, আর আমি তোমাদের কথা শুনি না। ইহার কোন ফলও পরিলক্ষিত হওয়া চাই যাহার পর উহার গুরুত্ব প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু এই মযমুনটিকে সীমাবদ্ধ করার ফলে উক্ত তিনটি জিনিসের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

'লা আ'বুদু মা তা'বুদুন'—এই সুরাটির মযমুন এমন যে, পৃথক আয়াতের তফসীর বর্ণনা করা খুবই কঠিন বরং আমার দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক আয়াতের তফসীর করিলে মযমুনটি এলোমেলো হইয়া যাইবে। অথবা অন্ততঃ আমি নিজের মধ্যে এমন শক্তি পাই না যে পৃথক পৃথক আয়াতের তফসীর করিলে পরও যে মযমুনের সেই ধারা বজায় রাখিতে পারিব যাহা এই সুরার আয়াতসমূহে নিহিত রহিয়াছে। অতএব হয়তো তোমরা এই কথা বলিতে পার যে সুরাটির আয়াতসমূহের মধ্যে অটুট সম্পর্ক রহিয়াছে; আর না হয় এই বলিতে পার যে আমার তো এমন শক্তি নাই যে উহার মযমুনগুলি পৃথক পৃথক ব্যক্ত করার পরও মযমুনের ধারা-প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিব। মোট কথা, যে কোন কারণই ধরা হউক না কেন আমি সমস্ত সুরার তফসীর একত্রে বর্ণনা করতে বাধ্য। সুতরাং পৃথক পৃথক আয়াতের তফসীর লেখার পরিবর্তে এই আয়াতের (লা আ'বুদু মাতা'বুদুনা) নীচে সকল আয়াত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা লিখিয়া দিতেছি।

এই সুরার মধ্যে একটি মযমুনকেই দুইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং দুইবার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। মযমুনের একটি অংশ হইল এই, 'লা আ'বুদু মা-তাবুদুনা—'যাহার তোমরা এবাদত করি আমি তাহার এবাদত করি না।" দ্বিতীয় অংশটি হইতেছে এই, "ওলা-আনতুম আবেদুনা-মা-আ'বুদ"—"যাহার আমি এবাদত করি তোমরা তাহার এবাদত কর না।" তৃতীয় কথা এই বলা হইয়াছে, "ওলা আনা-আবেদুন মা-আবাদতুম" "আমি ও উহার এবাদত করি না যাহার তোমরা এবাদত করিয়াছ।" চতুর্থ কথা এই ব্যক্ত হইয়াছে—"ওলা-আনতুম আবেদুন-মা-আ'বুদ"—"এবং যাহার আমি এবাদত করি তোমরা তাহার এবাদত কর না এবং করিবেও না।"

বাহ্যত : ইহাতে একই বিষয়কে দুইবার পুনর্ব্যক্ত করা হইয়াছে। এক অংশের শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশের আসল অবস্থায়ই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কুরআন করীমে তো পুনরাবৃত্তি নাই, কিন্তু এস্থলে এইরূপ কেন করা হইল ? যে সকল তফসীরকার নিজেদের তফসীরের ভিত্তি উক্ত রেওয়ায়েতগুলির উপর রাখিয়াছেন তাহারা ইহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে যেহেতু কাফেরগণ নিজেদের প্রশ্নটি দুইভাবে উত্থাপন করিয়াছিল সেই জন্য উত্তরও দুইবার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় উত্তর তাহারা এই দিয়াছেন যে এই পুনরাবৃত্তি আসলে তাগিদের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে এবং তাহাদের লোভ-লালসা দূরীভূত করার জন্য করা হইয়াছে। তৃতীয় উত্তর তাহারা এই দিয়াছেন যে প্রথম দুইটি বাক্য বর্তমান কালের এবাদতকে অস্বীকার করার জন্য এবং দ্বিতীয় দুইটি বাক্য ভবিষ্যতের এবাদতকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; অতএব বলা যাইতে পারে না যে পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এই অভিমত হইতেছে সা'লাব ও যুজাজের, কিন্তু যামখশরী ইহার বিপরীত বলিয়াছেন যে, 'লা আ'বুদু'' দ্বারা ভবিষ্যতের এবাদত বুঝাইতেছে, কারণ এমন 'মূযারে' ব্যতীত, —যদ্দারা ভবিষ্যত বুঝায়—অন্য মূযারের উপর প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং প্রথম দুইটি বাক্য ভবিষ্যতের এবাদতকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পরের দুইটি বাক্য অতীতের এবাদতকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লামা যামখশরীর বিরুদ্ধবাদীগণ বলিয়াছেন যে তাঁহার এই দাবী যে, শেষ দুইটি বাক্য অতীতের এবাদতকে অস্বীকার করার জন্য রাখা হইয়াছে—ঠিক নহে। কারণ মুনাওয়ান (নুন-বিশিষ্ট) ইস্ মে ফায়েল (কর্তাবিশেষ বিশেষ্য) যাহা (''ওলাআনতুম্ আবেদুনা''—আয়াতে) ক্রিয়ার কাজ করে ; বর্তমান ও ভবিষ্যত ব্যতীত অন্য কোন অর্থ বুঝায় না। এস্থলে 'আ'বেদ' শব্দটি 'মা'এর উপর ক্রিয়ার কাজ করিতেছে। এইরূপেই দ্বিতীয় আয়াতে ''আ'বেদুনা'' শব্দটিও ''মা''র উপর ক্রিয়ার কাজ করিতেছে অর্থাৎ দুইটি ইস্মে ফায়েলই ফে'ল (ক্রিয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং নিয়মানুসারে উহার অর্থ বর্তমান এবং ভবিষ্যতই হইতে পারে ; অতীতের অর্থ হইতে পারে না। আল্লামা যামখশরীর মতাবলম্বনকারীগণ ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে যখন ঘটনাস্বরূপ বিষয় বর্ণনা করা হয় তখন অতীতের অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, যেমন কুরআন করীমের মধ্যে আসিয়াছে, ''ওয়া কাল্বোহোম্ বাসেতুন্'' ইস্মে ফায়েলের সিগা যাহা ''যিরাআয়হে'' শব্দের উপর ক্রিয়ার কাজ করিতেছে, কিন্তু ইহা সত্বেও অতীতের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। (ক্রমশঃ)

ওষ্ঠ পুটে পায়রা 'সালাম আলায়েক' তোহফা নিয়ে
আসক্তি ও অনুরাগের পাখা মেলে উড়ল গিয়ে
আমার রবের প্রিয়তম নবীর প্রিয়-ওতন পানে
নবীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নেতার গুণ-গানে।

—[হযরত মসীহ মওউদ-ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আরবী কসীদা হইতে অনুদিত]

হাদিস শরীফ

ধনদৌলত ও নেয়ামতের শোকর, এবং অভাবহীনতা ও নিরুদ্বেগাবস্থা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪২৫। হযরত উসামা বিন যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন যে আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যাহার প্রতি কোন ইহ্সান বা উপকার করা হয়, সে উপকারকারীকে বলিল : 'আল্লাহ্ তোমাকে ইহার উত্তম ফল এবং উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন : ইহাতে সে ধন্যবাদের হক আদায় করিল।" অর্থাৎ, 'শোকরিয়া' বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব এক সীমা পর্যন্ত শোধ করিল। ['তিরমিযি ; কিতাবুল বির' ওয়াস-সালাহ ; ২:২৪ পৃঃ]

৪২৬। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "একদা হযরত আইয়ুব আলাইহেস সালাম উলঙ্গ হইয়া গোসল করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে স্বর্ণের পঙ্গ-পাল বর্ষণ হইতে লাগিল (সম্ভবতঃ ইহা জাগ্রত অবস্থায় রুহানী দৃশ্য ও দিব্য দর্শন ছিল) হযরত আইয়ুব আলাইহেস সালাম দৌড়াইয়া পঙ্গ-পাল একত্রিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উলঙ্গাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রহিল না। ইহাতে আল্লাহতায়ালার দিক হইতে তিনি আওয়াজ শোনিলেন, 'হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে অভাবহীন করি নাই? তবু এই পঙ্গ-পালের জন্য এত লালসা কেন?' ইহাতে হযরত অইয়ুব আলাহেস সালাম বলিলেন : হে রাব্ব, আমার, তোমার মর্যাদার দোহাই। এ কথা ঠিক। কিন্তু তোমার রহমতের, তোমার বরকতের উপেক্ষা করে কে?"

['বুখারী ; কিতাবুল আম্বিয়া ' ১:৪৮০ পৃঃ]

উৎসাহ, সাহস, বীরত্ব ও বিক্রম

৪২৭। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "বীর ও পাহ্লোয়ান সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত ও কাবু রাখে।" ['বুখারী ; কিতাবুল-আদব, বাবুল হাযর আনিল-গাযাব' ; ২:৯০৩, 'মুস্লিম,' ২:১৯৭ পৃঃ]

(হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) :

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমার আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, খোদাতায়ালার তৌহীদ এবং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদা যেন জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকাশের বাতায়নসমূহ উন্মোচনুন্মুখ। শীঘ্রই ভোর হইবে। ধন্য সে, যে উঠিয়া বসে এবং এখন সত্য খোদার অন্বেষণ করে।

হে নিদ্রিতগণ, জাগ্রত হও। হে গাফিল ও উদাসীন ব্যক্তিগণ, উঠিয়া দাঁড়াও—এক মহা বিপ্লবকাল সমাগত।

"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, কোন মানুষ খোদার সংকল্পের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। নিশ্চিত জানিও, কামেল এল্‌মের উপায় খোদাতায়ালার এল্‌হাম, যাহা খোদাতায়ালার পবিত্র নবীগণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর, করুণা-সিন্ধু খোদা কখনও ইহা চাহেন নাই যে, ভবিষ্যতে এল্‌হাম বন্ধ করিয়া দেন এবং এই প্রকারে দুনিয়াকে ধ্বংস করেন। বরং তাঁহার এল্‌হাম এবং বাক্যালাপের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। তবে হাঁ, উহাকে উহার পন্থায় অন্বেষণ করিতে হইবে। তবেই তোমরা উহা সহজে প্রাপ্ত হইবে। সেই জীবনবারি আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত স্থানে জমা হইয়াছে। এখন তোমাদের কি করা কর্তব্য, যাহাতে সেই পানি পান করিতে পার? তোমাদের কর্তব্য ইহাই যে, উঠিয়া পড়িয়া এই প্রস্রবণের নিকট পৌঁছাও। তারপর প্রস্রবণে মুখ রাখ, যেন জীবন বারি পানে পরিতৃপ্ত হও। ... . সেই খোদা প্রকৃত খোদা নহে, যে চুপ থাকে এবং সবকিছু আমাদের কল্পনার উপরই নির্ভর করে। বরং কামেল ও জিন্দা খোদা তিনিই; যিনি তাঁহার অস্তিত্বের সন্ধান নিজে দেন। এখনও তিনি নিজে চাহিয়াছেন যে, তিনি নিজেই আপন অস্তিত্বের সন্ধান দিবেন। আকাশের বাতায়নসমূহ উন্মোচনুন্মুখ। শীঘ্রই ভোর হইবে। ধন্য সে, যে উঠিয়া বসে এবং এখন সত্য খোদার অন্বেষণ করে—সেই খোদার, যাঁহার উপর কোন দুর্যোগ এবং বিপদ আসে না, যাঁহার প্রতাপের চমক এখনও মলিন হয় না। (ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী, পৃঃ১২৯-১৩০)

"হে নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিগণ! জাগ্রত হও; হে গাফিল ও উদাসীন ব্যক্তিগণ! উঠিয়া দাঁড়াও; এক মহা বিপ্লবকাল সমাগত। ইহা ক্রন্দন করিবার সময়, নিদ্রা গমনের নহে। ইহা আর্তনাদের

সময়, হাসি-বিদ্রূপ এবং কুফরী ফতোয়াবাজীর সময় নহে। দোওয়া কর, যেন খোদাতায়ালা তোমাদিগকে দৃষ্টি দান করেন, যাহাতে তোমরা বর্তমান যুগের আধারকেও সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পার এবং সেই জ্যোতিকেও, যাহা ইলাহী রহমত বা ঐশীকৃপা এই আধারকে তিরোহিত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। শেষ রাত্রিতে উঠ এবং খোদাতায়ালার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া হেদায়েত প্রার্থনা কর। অন্যায়রূপে এই সত্য ও হক্কানী সেলসেলাকে ধ্বংস করার নিমিত্ত বদ-দোওয়া পরিত্যাগ কর এবং দুরভিসন্ধি আঁটিও না।

খোদাতায়ালা তোমাদের ঔদাসীন্য এবং ভ্রান্তিমূলক ইচ্ছা-কামনার অনুসরণ করেন না। তিনি তোমাদের মন ও মস্তিষ্কের বোকামী সমূহ তোমাদের উপর প্রকাশ করিয়া দিবেন। তিনি আপন বান্দার সহায়ক ও সমর্থনকারী হইবেন এবং সেই বৃক্ষকে কখনও কর্ত্তন করিবেন না, যাহা তিনি নিজ হস্তে রোপন করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার নিজ হাতে রোপিত সেই চারা-গাছকে কখনও কর্তন করিতে পারে, যাহার ফলদানের সে আশা রাখে? সুতরাং সেই প্রেমময়, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বাপেক্ষা দয়াময় 'আরহামুর রাহেমীন' খোদা তাঁহার সেই চারা-গাছকে কেন কর্তন করিবেন, যে চারা-গাছের ফল দানের মোবারক দিনগুলির তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। যখন তোমরা মানুষ হইয়া যে কাজ করিতে চাহ না, তখন যিনি 'আলেমুল গাইব'—সকল অজ্ঞেয় বিষয় পরিজ্ঞাত, যাহার দৃষ্টি প্রত্যেক মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রসারিত, তিনি কেন তাহা করিবেন?"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৫৪, ৫৫

"আমি বারংবার বলিয়াছি; অইস এবং নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করাইয়া নাও, কিন্তু তাহাদের কেহই আসিল না। আমি ফয়সালার জন্য প্রত্যেককে ডাকিয়াছি, কিন্তু কেহই সেই দিকে ভিড়িল না। আমি বলিলাম, তোমরা 'ইস্তেখারা' কর—কাঁদিয় কাঁদিয়া খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া কর যেন তিনি তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য খুলিয়া দেন। কিন্তু তোমরা কিছুই করিলে না। আর তবুও প্রত্যাখ্যান করা ও মিথ্যাবাদী বলিয় সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা হইতে বিরত হইলে না। খোদাতায়ালা আমার সম্পর্কে সত্যসত্যই বলিয়াছেন যে, "জগতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু জগত তাহাকে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং অতীব শক্তিশালী ও প্রচণ্ড আক্রমণসমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন।" ইহা কি সম্ভব যে, খোদার পক্ষ হইতে প্রেরিত ব্যক্তি কখনও ধ্বংস হইতে পারে? .....যদি এই কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থা মানবরচিত হইত, তাহা হইলে তোমাদের আক্রমণের মোটেও প্রয়োজন হইত না; খোদাতায়ালা নিজেই ইহাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করিতে যথেষ্ট ছিলেন। আফসুস, আকাশ সাক্ষ্য দান করিতেছে, কিন্তু তোমরা শোন না। পৃথিবী খোদার প্রেরিত ব্যক্তির আবশ্যকতা ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু তোমরা সেই দিকেও দৃষ্টিপাত কর না। হে হতভাগ্য জাতি; উঠ এবং দেখ, এই বিপদসঙ্কুল সময়ে যখন ইসলামকে (উহার শত্রুদের পক্ষ হইতে) পদতলে পিষ্ট করা হইল, অপরাধীদের ন্যায় উহাকে অপমানিত করা হইল,

উহাকে মিথ্যার গণ্ডিতে গণ্য করা হইল এবং অপবিত্র বলিয়া চিহ্নিত করা হইল, সেই সময়েও কি খোদাতায়ালার গয়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) উত্তেজিত হইত না ? এখন নিশ্চিত জানিবে যে, আসমান ঝুঁকিয়া আসিতেছে এবং সেই দিন অত্যাসন্ন, যখন 'আনাল-মওজুদ' — 'আমি বিদ্যমান আছি'-এর ধ্বনি প্রতিটি কর্ণকুহরে পৌঁছিবে। ... ...(প্রতিশ্রুত) শতাব্দীর শিরোভাগ কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর নাই ? উহারও চৌদ্দ বৎসর আরও (বর্তমানে নিরান্নব্বই বৎসর — অনুবাদক) অতিবাহিত হইয়া যায় নাই কি ? (প্রতিশ্রুত) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ তোমাদের চক্ষের সামনে সংঘটিত হয় নাই কি ? পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উদিত হয় নাই কি ? সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প সম্বন্ধে কি তোমরা কিছুই খবর রাখ না, যাহা হযরত মসীহ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সম্প্রতি সংঘটিত হইয়াছে যাহা জনবসতিসমূহকে বরবাদ ও বিধ্বস্ত করিয়াছে ? এবং সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, উহার সংলগ্ন সময়েই মসীহও আসিবেন। তোমরা (পাদরী) আথম সম্পর্কিত নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর নাই কি ? যাহা আমাদের সৈয়দ ও মওলা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে ?... ... (পণ্ডিত) লেখরাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী কি তোমরা এখনও শোন নাই ? তোমরা কি খোদাতায়ালার কাছে এতটুকুও লজ্জাবোধ কর না, যিনি হিজরী ত্রয়দশ শতাব্দীতে সংঘটিত তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ও আঘাতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দী আসিতেই তোমাদের সাহায্য করিয়াছেন ? ইহা কি জরুরী ছিল না যে, খোদাতায়ালার ওয়াদাসমূহ সঠিক সময়ে পূর্ণ হইত ? বল, এই যাবতীয় নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের কি (পরিবর্তন) ঘটিয়াছে ? ... ... আকাশে আদম-সন্তানদের হেদায়েতের জন্য এক মহা উদ্দীপনা বিরাজ করিতেছে এবং তৌহীদের মোকদ্দমা হযরতে-আহ্দীয়াত আল্লাহ্ তায়ালার সমক্ষে পেশকৃত রহিয়াছে। কিন্তু এই যামানার অন্ধগণ এখনও বেখবর বসিয়া আছে। আসমানী সেলসেলা (সংগঠন) তাহাদের দৃষ্টিতে কিছুই সম্মান ও মর্যাদা রাখে না। হায়, যদি তাহাদের চোখ উন্মীলিত হইত এবং তাহারা দেখিতে পারিত যে, কিরূপ নিদর্শনাবলী প্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে ও ঐশী-সাহায্য-সমর্থন সংঘটিত হইতেছে এবং 'নূর' উদ্ভাসিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়া চলিয়াছে। মোবারক (ধন্য) তাহারা, যাহারা উহাকে লাভ করে।" ('কিতাবুল-বারিইয়া' — পৃঃ ৩২৫-৩৩১)

"যদি আমি স্বপ্রণোদিতভাবে দাবী করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে পার। কিন্তু যদি খোদাতায়ালার পবিত্র নবী (সাঃ) তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের দ্বারা আমার সপক্ষে সাক্ষ্যদান করেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালা আমার জন্য নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নিজেদের জানের উপর জুলুম করিও না। ইহা বলিও না, 'আমরা মুসলমান, কোন মসীহ্ ইত্যাদিকে আমাদের গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন ?' আমি তোমাদিগকে সত্যসত্যই বলিতেছি, যে আমাকে গ্রহণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে গ্রহণ করে যিনি আমার সম্পর্কে তের শত বৎসর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং আমার সময় ও জামানা এবং আমার কাজ চিহ্নিত করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে যিনি আদেশ দিয়াছেন যে, ইহাকে গ্রহণ কর।"

('আইয়ামুস-সুলেহ্'—পৃঃ ৯৩)

"সুতরাং আমার পরে আর কাহার অপেক্ষা করিবে? ঐ সকল আলামত ও নিদর্শনাবলীর সত্য স্বাক্ষর তো সেই ব্যক্তি, যিনি ঐ সকল আলামত ও নিদর্শনাবলী প্রকাশমান ও সংঘটিত হওয়ার সময়ে উপস্থিত ও বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি হইতে পারে না যাহার এখনও জগতে কোনই অস্তিত্বও নাই। ইহা অদ্ভুত ধরণের হৃদয়ের কাঠিন্য, যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—যখন আমার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় নিদর্শন প্রদর্শিত হইল এবং আমার বিরোধিতায় সকল প্রকারের প্রচেষ্টা সংঘটিত হইয়াও সেগুলি ব্যর্থতা ও বিফলতায় পর্যবসিত হইল, তথাপি অন্য কাহারও প্রতীক্ষা করা হইতেছে। হাঁ, ইহা সত্য যে, আমি দৈহিকরূপে আকাশ হইতেও অবতীর্ণ হই নাই এবং দুনিয়াতে যুদ্ধ ও রক্তপাত করার উদ্দেশ্যেও আসি নাই, বরং ন্যায় মীমাংসা ও মিলন ঘটাইবার জন্য আসিয়াছি; নিশ্চিত আমি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, আমার পর কিয়ামতকাল পর্যন্ত এরূপ কোন মাহ্দী আসিবেন না, যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত দ্বারা জগতে অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটাইবেন, তবুও তিনি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। তেমনিভাবে এরূপ কোন মসীহ্ও আসিবেন না যিনি কোন এক সময়ে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। এতদ উভয় সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যান। এ সবই আক্ষেপপূর্ণ দুরাশা, যাহা এই জামানার লোকদিগকে কবর-গহ্বরে লইয়া যাইবে। কোন মসীহ্ও (আকাশ হইতে) অবতীর্ণ হইবেন না, কোন খুনী মাহ্দীও আসিবেন না। যাঁহার আসার ছিল, তিনি আসিয়া গিয়াছেন। সে ব্যক্তি আমিই, যদ্দারা খোদার ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। যে আমাকে গ্রহণ করে না, সে খোদাতায়ালার সহিত যুদ্ধ করে—এজন্য যে কেন তিনি এরূপ করিলেন?"

('তবলীগে-রেসালাত', দশম খণ্ড, পৃঃ ৭৭—৭৮)

"আমি প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশ্যে উপদেশ স্বরূপ বলিতেছি যে, ইসলামের জন্য জাগ্রত হউন, কেননা ইসলাম মহা বিপদ-গ্রস্ত। ইহার সাহায্য করুন; কেননা ইহা হীনবল ও রিক্তহস্ত। আমি এ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি এবং আমাকে খোদাতায়ালা কুরআন শরীফের বিশেষ জ্ঞান দিয়াছেন, উহার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বাবলী আমার নিকট সুপ্রাশিত করিয়াছেন এবং উহার আলৌকিক-ক্রিয়া ও নিদর্শনাবলী দান করিয়াছেন। সুতরাং আমার দিকে ধাবিত হউন, যাহাতে উক্ত নেয়ামত হইতে আপনারা অংশ লাভ করিতে পারেন। যে মহান সত্তার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ বেষ্টিত রহিয়াছে তাঁহারই শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি খোদাতায়ালার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছি।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৩৪১, সন ১৮৯৩ ইং)

অনুবাদ—মৌঃ **আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ.**

সদর মুরুব্বী।

জুমআর খুতবা

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[১৯৮০ইং সনের ১১ই জানুয়ারী তারিখে রাবওয়া মোকামে মসজিদে আকসায় প্রদত্ত খোৎবার সারাংশ।].

"তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ দিকচক্রবালে অস্পষ্ট আভাষে আমার দৃষ্টিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

"যাহারা এই মহাযুদ্ধের জন্য জিম্মাদার, তাহারা ইচ্ছা করিলে মানব জাতিকে ধ্বংসলীলা হইতে বাঁচাইতে পারে।"

"তোমরা খোদার নিকট আত্মনিবেদিত হও এবং মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া কর।"

রাবওয়া, ১১ই জানুয়ারী ১৯৮০ ইং—জুমায় খুতবায় সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বলিয়াছেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ দিক-চক্রবালে অস্পষ্টঃ আভাষে আমার দৃষ্টিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব বন্ধুগণ আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখে ঝুকিয়া যাউন এবং সকাতরে নম্রতার সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি মানব জাতিকে আসন্ন ধ্বংস হইতে নিরাপদে রাখেন। হুজুর (আইঃ একটি কোরআনী আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া জমাতের বন্ধুগণকে বিশেষ নির্দেশ দেন যে, মানব জাতির গাফলত, পাপাচার ও অহঙ্কারের ফলে এবং মানবজাতির একাংশকে হেয় গণ্য করার কারণে ফিৎনা ও ফাসাদের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইবার আশংকা করা যাইতেছে। বন্ধুগণ দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে হেদায়েত দান করেন এবং আসন্ন ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণাম হইতে আল্লাহ্তায়াল তাহ-দিগকে রক্ষা করেন। হুজুর (আইঃ) সুরা হুদের—'ফাস্তাকিম কামা উমেরতা ওয়া মান মায়াকা ওয়ালা তাতগাঁও ইন্নাহু বিমা তা মালুনা বাছির ওয়ালা তারকানু ইলাল্লাজিনা জালামু ফাতামাস্সাকুমুন্নারু ওমা লাকুম মিন দুনিল্লাহে মিন আওলিয়াআ সুম্মা লা তুনসারুন।" (হুদঃ ১১৩—১১৪ আয়াত)-এর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব বর্ণন করিয়া বলেন যে এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে সাবধান করিয় দিয়াছেন যেন তাহারা পাপানুষ্ঠানে সীমা লঙ্ঘন না করে এবং অত্যাচারী না হয়। নচেৎ তাহাদিগকে এক ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন, জুলুমের অর্থ বিভেদ সৃষ্টি করা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া, অপরের দেশ জবর দখল করা, খুনাখুনি করা এবং বিশ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। যাহারা এই যুদ্ধের জন্য জিম্মাদার তাহারা ইচ্ছা করিলে মানবজাতিকে ধ্বংসলীলার কবল হইতে বাঁচাইতে পারে। কিন্তু যখন তাহারা এইরূপ না করিয়া জুলুম ও ফাসাদে সীমালঙ্ঘন করে তখন তাহারা আল্লাহ্তায়ালার শাস্তির পাত্র হইয়া যায়।

হুজুর বলেন, কোরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা এইরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা ইহাই জানাইয়াছেন যে, "তোমরা খোদার প্রতি আত্ম-নিবেদিত হও এবং তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া কর।" হুজুর (আইঃ) আরো বলেন যে, আমাদের হাতে এইরূপ ক্ষমতা নাই যে, আমরা আমেরিকা, রাশিয়া অথবা এমন কোন বড় শক্তির হস্ত ধরিয়া তাহাদিগকে জুলুম হইতে বিরত করি। কিন্তু আমরা সেই সত্তার আচল ধরিতে পারি যিনি তাহাদিগকে থামাইতে পারেন। সুতরাং সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া ও আত্ম-নিয়োগ সহকারে দোয়া করুন যেন মানুষ ধ্বংস-গহ্বরের যে কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে উহা হইতে বাঁচিয়া যায়। হুজুর বলিয়াছেন যে, মানুষ আজ মানুষের উপর জুলুম করিতে তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশ্‌তা নাজিল করিয়া তাহাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় করেন এবং পুণ্য পথে আনয়ন করেন, তাহাদের মানসিকতার পরি-বর্তন করেন। হুজুর বলেন যে, আমরা রীতিমত দোয়া করিয়াই সেই দলে শামিল হইতে পারি যাহারা আত্মসম্প'ন করিয়াছে যেন খোদাতায়ালা বলেন যে, ইহারা আমার সেই সমস্ত বান্দার অন্তর্ভু'ক্ত যাহারা জালেমদের সঙ্গী হয় নাই এবং এইভাবে তিনি আমাদিগকে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা হইতে নিরাপদ রাখেন, যাহার লক্ষণাবলী আমি দিক চক্রবালে দেখিতে পাইতেছি। এই আয়াতে যে আগুনের উল্লেখ করা হইয়াছে উহার আকার যেইরূপই হক না কেন—উহা তৃতীয় মহাযুদ্ধ হউক, চতুর্থ মহাযুদ্ধ হউক বা পঞ্চম মহাযুদ্ধ হউক—উহার কবল হইতে আল্লাহতায়ালা আমাদিকে নিরাপদে রাখুন। হুজুর (আইঃ) ফরমাইয়াছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, কোরআন করীমের ভবিষ্যৎদ্বাণী গুলির মধ্যে যেখানে মসীহ্‌র আগমনের লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে এক মারাত্মক মহাযুদ্ধ এবং ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইবে যাহার ফলে কোন কোন স্থানে জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেখানে মানুষ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, জীবানু এবং ভীপস ইত্যাদির প্রাণের কোন চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। হুজুর বলিয়াছেন যে, ইহার দুই একটি দৃশ্য দুনিয়া ইতিমধ্যে দেখিয়াছে। খোদা না করুন যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়, তাহা হইলে দুনিয়ার বহু বড় এলাকা এইরূপ হইবে যে সেখান থেকে জীবনের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যেই সব জালেম নিজদিগকে সর্বাপেক্ষা সভ্য, শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ মনে করে কিন্তু এই ধ্বংসলীলাকে ঠেকাইতে চেষ্টা করে নাই, তাহারাই ইহার জন্য দায়ী হইবে।

হুজুর সবশেষে বলেন দে, দোয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এবং সমস্ত জগতকে এই ধ্বংসলীলার হাত হইতে রক্ষা করেন॥

অনুবাদ : মোঃ মোহাম্মাদ সাহেব,
(আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া)

জামাত আহমদীয়ার ৮৭তম বিশ্ব সালানা জলসার

উদ্বোধনী ভাষণ

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই·)

"মানবজাতিকে একই উম্মত বা মণ্ডলীতে পরিণত করার যুগ সমাগত।"

"নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মানবজাতির মধ্যে মহা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।"

"আমরা খোদাতায়ালার সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার বান্দাগণের মন জয় করিব।"

রাবওয়া, ২৬শে ফাতাহ (ডিসেম্বর)—ইমাম, জামাতে আহমদীয়া সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ সকাল বেলায় এখানে জামাত আহমদীয়ার ৮৭তম বিশ্ব সালানা জলসার উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন, মানবজাতির জীবনে এক কল্পনাতীত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচীত হইয়াছে, এবং আল্লাহতায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে—'তোমার দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে উম্মতে ওয়াহেদা' তথা একই মণ্ডলীতে পরিণত করা হইবে'—উহা বাস্তবায়িত হওয়ার যুগ সমাগত।

হুজুর বলেন, আমরা খোদাতায়ালার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার বান্দাদের মন জয় করিব, এবং আমরা খোদাতায়ালার দেওয়া তওফিক ও সামর্থে একদিন নিশ্চয় উহাতে সফলকাম হইব। ইনশাআল্লাহ।

হুজুর বলেন, সেই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সূচিত হইয়াছে এবং উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যাবলী পরিদৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঐ মহান ভবিষ্যদ্বাণী সার্বিকরূপে পূর্ণ হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

হুজুর বলেন, দুনিয়ার এমন কোন মহাদেশ নাই যে সেখানকার আহমদীগণ আমাদের এই সালানা জলসায় (এখানে) উপস্থিত নহেন, যাঁহারা খোদাতায়ালার এরফান ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকতর আলো লাভ করিবার, খোদাতায়ালার মহব্বত ও হযরত মুহাম্মদ সাঃ)-এর এস্‌কে মদমত্ত হইবার এবং উহাতে অধিকতর তীব্রতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে এখানে একত্র হইয়াছেন।

হুজুর তাঁহার মর্মস্পর্শী ভাষণে বলেন, এখন কালো ও ধলায় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার কোন দূরত্ব আর নাই, কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই; প্রত্যেকেই অন্যেকে ভালবাসে সম্মান করে এবং একে অন্যের জন্য কুরবানী পেশ করে, ত্যাগ স্বীকার করে।

হুজুর বলেন, প্রতিটি মহান বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সুচনায় সাধারণ রূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যে মহান বিপ্লবের সংবাদ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দান করিয়াছেন, তদনুযায়ী মানব সৃষ্টি অবধি এত বিরাট বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন মানব ইতিহাসে সংঘটিত হয় নাই।

হুজুর এই প্রসঙ্গে জামাতের বন্ধুগণের দৃষ্টি তাহাদের দায়িত্বাবলীর দিকে আকৃষ্ট করিয়া বলেন, এখন ইহা আমার এবং আপনাদের কর্তব্য যে, এই জামামার জরুরত ও চাহিদাকে উপলব্ধি করি।

হুজুর বলেন, আমাদিগকে জগতব্যাপী মানব হৃদয়সমূহে পরিবর্তন সাধিত করিতে হইবে। দুনিয়া খোদাতায়ালাকে চিনে না। আর যাহারা খোদার পথে ঔদ্ধত্ব ও অহংকার প্রদর্শন করিয়া চলে, তাহাদের মনকেও জয় করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার অধীনে আনিয়া খোদার ওয়াহ্‌দানিয়ত (একত্ব)-এর উপর সমবেত করিতে হইবে।

অতি বিরাট দায়িত্ব ঃ

হুজুর বলেন, ইহা অতি বিরাট দায়িত্ব। আমি তো যখন এই বিষয়ে চিন্তা করি, তখন চকিত ও কম্পিত হইয়া উঠি। কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, শুধু ইহা ব্যতীত যে, খোদাতায়ালা আমাকে বলেন, 'তোমাদের নিকট যাহা কিছুই আছে তাহা একটি অনু তুল্য মাত্র—তাহা তোমরা খোদার পথে উৎসর্গ করিয়া দাও ; অবশিষ্ট সব কাজ আমি সম্পন্ন করিব।'

সালানা জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

হুজুর এই প্রসঙ্গে সালানা জলসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, উক্ত মহান দায়িত্ব প্রসঙ্গে কথা শোনার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে একত্র হইয়াছি, এবং নিজেদের হিম্মত ও সাহসকে বাড়াইবার ও সমুন্নত করার জন্য যে সকল বক্তৃতা হয় সেগুলি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে সেগুলির দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন এবং এক নুতন সংকল্প ও উদ্দীপনা লইয়া উঠিয়া দাঁড়ান—হে খোদা, আমরা অবমানিত, বিতাড়িত বটে, আমরা রিক্তহস্তও বটে—ইহা সত্য—কিন্তু আমরা হইলাম তোমার আশিক, তোমারই প্রেমিক। হুজুর বলেন, খোদাতায়ালা বলেন যে, যদি তোমরা নিজেরা আমার সমীপে বিনয়াবনত হইয়া দুই ফিট উর্দ্ধে উঠ, তাহা হইলে আমার ফিরেশতাগণ তোমাদিগকে সেখান হইতে তুলিয়া সপ্তম আকাশে উন্নীত করিবে। হুজুর বলেন, এই কথা আমি বলিতেছি না ; ইহা তো সেই কথা, যাহার সুসংবাদ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দিয়াছেন। আমি তো শুধু আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অমর বাণীটিরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

হুজুর (আইঃ) জলসার উদ্দেশ্যাবলীর উপর আরও আলোকপাত করিয়া বলেন যে, এই জলসার গোড়া পত্তনের সময়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে বন্ধুগণ একটি স্থানে কেন্দ্রে একত্রিত হইয়া খোদাতায়ালার বাণী এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহ শ্রবন করিবেন যাহাতে তাঁহাদের ঈমানে সজীবতার সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর সহিত সংযোগস্থাপনে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত ও প্রেম বন্ধনে উন্মেষ ঘটে।

হুজুর বলেন, এই জলসার সকল উদ্দেশ্যই দ্বীনী বা ধর্মীয়; অনু পরিমাণও দুনিয়ার সংমিশ্রণ এই জলসার মধ্যে নাই।

হুজুর এই জলসায় যোগদানকারীদিগকে দোওয়া প্রদান করিয়া ইরশাদ করেন যে, আমরা দোওয়ার সহিত এই জলসা শুরু করি, দোওয়ার মধ্যেই ইহা অতিবাহিত করি এবং দোওয়ার উপরই ইহা সমাপ্ত করি। হুজুর বলেন, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোওয়া এই যে, আমরা যেন মানবজাতির জন্য দোওয়া করি। মানুষ তাহাদের সৃষ্টিকর্তা রব্বে-করীমের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে; দোওয়া করুন আল্লাহতায়ালা যেন আফ্রিকাবাসী, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাবাসী, দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, ইউরোপবাসী তথা সকলকেই তাঁহার হেদায়তের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে সেই পথে চলার তওফিক ও সামর্থ্য দেন যাহা তাঁহার সন্তুষ্টিলাভের পথ, এবং মানবজাতিকে উম্মতে ওয়াহেয়ায় পরিণত করা সম্পর্কিত সুসংবাদ যথাশীঘ্র বাস্তবায়িত হয়।

হুজুর পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ যেন ইহাকে সংহতি ও মজবুতি দান করেন, খোদাতায়ালা যেন এই দেশে বসবাসকারীদের জন্য তাঁহার রহমতের উপকরণ সৃষ্টি করেন তাহাদের আমলকে গ্রহণযোগ্য আমলে পরিণত করেন। হুজুর বলেন, আমাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে—

'পা-কে দুখ, আরাম দো।'

—'দুঃখ পাইয়া সুখ দাও।'

সেজন্য আমাদের উচিত সকলের জন্যই দোওয়া করা। হুজুর জামাতের বন্ধুদিগকে অত্যন্ত তাকিদ সহকারে তিন বার ইরশাদ করেন যে সকলের জন্যই দোওয়া করিতে থাকুন, দোওয়া করিতে থাকুন, দোওয়া করিতে থাকুন। সদব্যবহার করিতে থাকুন, করিতে থাকুন, করিতে থাকুন।

হুজুর বলেন, যাহাকে আল্লাহতায়ালা মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন— সে আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা হইয়াছে, বা হয় নাই—তাহার প্রতি আমি বা আপনি ঘৃণা পোষণ করার কে? আমাদের কর্তব্য, তাহাদের সকলের জন্য রাতদিন দোওয়া করি। আপনারাও স্মরণ রাখুন এবং দুনিয়াবাসীও যেন স্মরণ রাখে যে, আমরা খোদাতায়ালার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার বান্দাদিগের মন জয় করিব এবং আমরা ইহাতে নিশ্চয় একদিন সফলকাম হইব, ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর হুজুর সকলকে লইয়া সমবেতভাবে দোওয়া করেন।

(আল-ফজল, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং হইতে

অনুদিত)—মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ,

সদর মুরুব্বী।

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

দুই নম্বর সত্যায়ন বা তসদিক ঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(উ) ভবিষ্যদ্বানীর যে হিস্যায় বলা হয়েছে—'সেই আগমনকারী য কিছু বলবেন খোদার নাম নিয়ে বলবেন'—তা এইভাবে পুরা হয়েছে যে, কোরআন করীমের প্রতিটি সুরার শুরুতে "বিস্ মিল্লাহির রাহমানির রহিম"—আয়াতটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো—'আল্লাহ্ যিনি রহমান ও রহীম তাঁর নাম নিয়ে আমি এই কালাম পেশ করছি।'

(ঊ) ভবিষ্যদ্বানীর যে অংশে বলা হয়েছে যে—'এর অস্বীকারকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'—তা এমন মহিমার সঙ্গে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে পুরা হয়েছে যে, দুষমনরাও তা স্বীকার না করে পারেন নি। তারা অবশ্য ইহাকে পার্থিব শক্তি-সামানের দিকেই নিবদ্ধ রাখতে চায়, কিন্তু তা আসলে বুদ্ধি-আক্কেলের বিরোধী এবং বাস্তব ঘটনাবলীর পরিপন্থী এক প্রকার দোষারোপ করার অপপ্রায়াস মাত্র।

(ঋ) ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশে বলা আছে যে, 'যে ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীর মিথ্যা প্রত্যায়নকারী হবে, তাকে আল্লাহতায়ালা ধ্বংস করে দিবেন—তাও ভীষণ প্রচণ্ডরূপে পুরা হয়েছে। যদিও মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন একা নিঃসঙ্গ এবং তাঁর দুশমনরা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য নিয়োজিত করেছিল সমগ্র শক্তি, তবু প্রতি প্রান্তরেই জয়লাভ করেছেন তিনি এবং তাঁর কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে নি কেউ। এটা কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না, বরং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহতায়ালা শুরুতেই বলে দিয়েছিলেন এবং দুনিয়াকেও শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই হুকুম—"ওল্লাহ ইয়া'সেমুকা মিনান নাস"। দুশমনদের চক্রান্ত ও আক্রমণসমূহ থেকে অলৌকিকভাবে নিরাপদ থাকাটা তাঁর এমন একটা নিদর্শন ছিল, য অনেক কট্টর দুশমনেরও হেদায়েত প্রাপ্তির কারণ হয়েছিল। এক্ষেত্রে ইতিহাসের একটা বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হলো—মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যখন অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য এসেছিল এবং যখন তিনি (সাঃ) মেয়ে লোকদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন—'আমরা শির্ক করবো না'—তখন হিন্দা আবেগের জোশে বলে উঠেছিল,—'কী এখনও আমরা পারবো শিরক করতে?' আমরা তো নিজেদের চোখে দেখিছি যে, তুমি ছিলে একলা, আর আমরা ছিলাম সবাই একটা শক্তিশালী জাতি; আমরা আমাদের সকল শক্তি তোমাকে ধ্বংস করার জন্য নিয়োজিত

করে শেষ করে ফেলেছি, তবু তো পারিনি তোমাকে ধ্বংস করতে। যদি মূর্তিগুলোর মধ্যে কোনশক্তি থেকেই থাকতো, তাহলে তো তোমাকে ধ্বংস করতে পারতো। কিন্তু, ফল হয়েছে উল্টো, ধ্বংস হয়েছি আমরা, আর তুমি—সাফল্যমণ্ডিত।

এখন ভেবে দেখ,--যদি বনু ইসমাঈলের মধ্য থেকে কোন নবী শরিয়ত সহ মুসার অনুরূপ নবী হিসাবে আবির্ভূত না হতেন; যদি বিরোধীতা সত্ত্বেও তিনি খোদার কালাম লোকদেরকে না শোনাতেন এবং পুরোপুরি না শোনাতেন, যদি তাঁর দুষমনরা ধ্বংস না হতো কিংবা শত্রুর শক্তি ও বিরোধীতা সত্ত্বেও তিনি বিজয়ী না হতেন, যদি খোদাতায়ালা স্বীয় কালাম তাঁর মুখে না দিতেন, তাহলে মুসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী কী ভাবে পূর্ণ হতো এবং তাঁর সত্যতাই বা কী ভাবে সাব্যস্ত হতো? সুতরাং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অহী-ই মুসা (আঃ)-কে মিথ্যার অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছে এবং তাঁর সত্যায়নের বা তসদিকের উপায় হয়েছে।

তিন নম্বর তসদিক

মুসা (আঃ) আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন—"তিনি বলিলেন, খোদাওন্দ সীনাই হইতে আসিলেন; সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; ফারান পর্বত হইতে আপন জ্যোতি প্রকাশ করিলেন; তিনি দশ হাজার পবিত্রবৃন্দের সঙ্গে আসিলেন, তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একট অগ্নি বিধান ছিল।" (দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ : ২) *

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনটি আসমানী নিদর্শনের উল্লেখ আছে।

এক—সীনাই থেকে খোদাতায়ালার প্রকাশিত হওয়া—যার মধ্যে মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাবে ইংগিত ছিল।

দুই—সেয়ীর থেকে খোদাতায়ালার উদিত হওয়া—যার মধ্যে হযরত মসিহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের খবর ছিল, এবং তিনি সেয়ীর এলাকাতেই জাহির হয়েছিলেন।

তিন—এলাহী জ্যোতির বিকাশস্থলরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে ফারানকে। এবং এই জ্যোতি বিকাশের বিবরণ প্রথমোক্ত উভয় বিকাশের চাইতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। এথেকে বুঝা যায় যে, এই জ্যোতি বিকাশের উল্লেখ করাই ছিল এক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্য।

---

*বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং রয়াল প্রিন্টিং প্রেস, হংকং থেকে মুদ্রিত বাংলা বাইবেলে "তিনি দশ হাজার পবিত্রবৃন্দের সংগে আসিলেন"—কথাটি বদল করিয়া লিখা হয়েছে—"অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন।" তবে দি বৃটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাটী—১৪৬, কুইন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এবং ইউভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড থেকে মুদ্রিত ইংরেজী বাইবেলে আছে—"And he came with ten thowsand of saints—এবং তিনি আসিলেন দশ হাজার পবিত্রবৃন্দ সহ।" —(অনুবাদক)।

এই জ্যোতি বিকশিত হওয়ার স্থল চিহ্নিত হয়েছে ফারান এবং জ্যোতি বিকাশের অবস্থার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, দশ হাজার পবিত্র সঙ্গীর মধ্যে থাকবেন তিনি এবং তাঁর মর্যাদাময় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়ছে যে, যে ব্যক্তির মাধ্যমে সেই জ্যোতি বিকশিত হবে তাঁর ডান হাতে থাকবে একটি অগ্নি-বিধান, আতশী শরিয়ত।

এই তিনটি নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে এবং সফলরূপে পাওয়া যায় মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ -এর সত্তায়। কোরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তিনি যখন মক্কার কাফেরদের উপরে বিজয়ী হয়ে মক্কার মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন ফারানের দিক থেকেই তিনি প্রবেশ করেন। কেননা মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী অঞ্চলেই ফারান-উপত্যকা অবস্থিত। এবং যে সময়ে তিনি মক্কা অবরোধ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সাহাবা। এবং তিনি দুনিয়ার জন্য একটি অগ্নি-বিধান সহ আগমন করেন। অর্থাৎ এই বিধান ব শরীয়ত আল্লাহতায়ালার প্রেম দ্বারা মানুষের সকল কুকর্ম ও পাপকে জ্বালিয়ে দেয়। অন্য অর্থেও ইহা অগ্নি-শরীয়ত। যেমন, এর মধ্যে শুধু যে বিশ্বাসীদেরকে নেয়ামত দানের অঙ্গীকার আছে তা নয়, এতে অস্বীকারকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের জন্য শাস্তিরও ঘোষণা দেওয়া আছে।

যদি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) আবির্ভূত না হতেন, যদি তাঁকে মদীনা মনওওয়ারার দিকে হিজরত করতে না হতো, যদি খোদাতায়ালা তাঁকে দুশমনদের উপরে বিজয় দান না করতেন যদি তাঁর হাতে মক্কা বিজয় না হতো, এবং যদি সেই সময় দশ হাজার সাহাবী তাঁর সঙ্গে না থাকতেন, যদি তাঁর হাতে এমন একটি শরীয়ত, যাতে শুধু মোমেনদের তরক্কীর খবরই ছিল না, বরং সত্যের দুশমনদের শাস্তির খবরও ছিল,—না থাকতো, তাহলে দ্বিতীয় বিবরণ—৩৩ঃ২ এর ভবিষ্যদ্বাণী কী ভাবে পুরো হতো? এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর অহীর তসদিক বা সত্যায়নই বা কী ভাবে হতো? সুতরাং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অহী এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পুরা করার ফলে এবং তাকে সত্য প্রতিপন্ন করার ফলে 'মুসাদ্দেকাল্লেমা মায়াকুম" আল-বাকারা ঃ রুকু ৪)—"তোমাদের নিকটে যা আছে তাকে সত্য সাব্যস্তকারী' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ ঃ **শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান**

শোক সংবাদ

আমরা দুঃখের সাথে জানাইতেছি যে, গত ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং সকাল ৮ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জেলার ভৈর থানাধীন চাঁন্দপুর গ্রাম নিবাসী মৌলভী এ, এম, আবদুল গাফ্ফার সাহেব ৮৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী, চার পুত্র ও চার কন্যা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

—জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব (সেক্রেটারী জিয়াফত, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) মরহুমের প্রথম সন্তান।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৯)

[হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) কতৃক লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দাওয়াতুল আমীর' এবং ঐগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী সংস্করণ, INVITATION' অবলম্বনে এই লেখাটি ধারাবাহিকভাবে 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। যেহেতু খণ্ডিত আকারে বিভিন্ন কিস্তিতে লেখাটি প্রকাশিত হচ্ছে, সেই জন্য এই পুস্তকের দুটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি সহৃহয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে : (১) পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর পারস্তে 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী' রূপে অবির্ভূত হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতার সমর্থনে এই পুস্তকে একাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং অখণ্ডনীয় নিদর্শনসমুহের উল্লেখ রয়েছে, (২) আগমণকারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের ধর্মীয় আকীদা, শান্তিপূর্ণ কর্ম-পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কিত মনোজ্ঞ আলোচনাও রয়েছে এই পুস্তকে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন : "দিকে দিকে আহ্বান জানানোই আমাদের কাজ, যার ফিতরত নেক (উত্তম স্বভাব) সে পরিশেষে সাড় দিবেই।"]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার দশম যুক্তি-প্রমাণ

'ইমাম মাহদী' রূপে আবির্ভূত হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ভবিষৎবাণী অনুযায়ী আফগানিস্তানে তাঁর দুজন নিরীহ অনুসারী শাহাদত বরণ করেন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবদুর রহমান সাহেবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় মৌলবী ও মোল্লাদের প্ররোচনায়। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর পর সৈয়দ আব্দুল লতিফ সাহেব স্বয়ং হজ্বের উদ্দেশে দেশের বাইরে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং পথিমধ্যে কাদিয়ানে যাওরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাদিয়ানে এসে হযরত মীর্যা সাহেব সম্বন্ধে এবং তাঁর প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সম্যকভাবে জানতে পারলেন এবং এযাবৎ তিনি যা কিছু বই-পত্রের মাধ্যমে জেনেছিলেন এখন তা আরো গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন। তাঁর স্বচ্ছ হৃদয় ঐশী আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি পরবর্তী বছরে হজ্ব পালনের মনস্থ করলেন এবং অধিক সময় কাদিয়ানে থেকে গেলেন। কয়েক মাস পর আফগানিস্তানে ফিরে এসে তিনি দেশের বাদশাহকে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানাতে চাইলেন। তিনি খোস্তে অবস্থিত তাঁর বাড়ী থেকে বাদশাহের কোন কোন সভাসদের সহিত পত্রালাপ করলেন। কিন্তু সভাসদগণ

সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে বাদশাহকে প্ররোচনা দিতে লাগলো যার ফলশ্রুতিতে সৈয়দ সাহেবকে বন্দী করে রাজধানী কাবুলে আনা হলো। বন্দী অবস্থায় তাকে মোল্লারা নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। কিন্তু মোল্লারা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারলো না। তখন ততকগুলো স্বার্থান্ধ লোক দেশপ্রেমের ধুঁয়া তুলে বাদশাহকে এই বলে উত্তেজিত করতে লাগলো যে যদি সৈয়দ সাহেবকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত-ভাবে চলতে থাকে তাহলে লোকজনের মধ্যে জেহাদের উদ্যম বিনষ্ট হয়ে যাবে যার পরিণামে আফগান সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সৈয়দ সাহেব উত্তরে বল্লেন যে, আহমদীয়া মতবাদই প্রকৃত ইসলামকে এই যামনায় পেশ করেছে এবং তিনি কোনক্রমেই সেই ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন না। বিরুদ্ধবাদীরা বুঝলো যে, সৈয়দ সাহেব তাদের দলে ফিরে যাবেন না। ফলতঃ শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে এক বিশাল জনতার সম্মুখে তাঁকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করা হলো।

যে যুক্তিতে এই ঘটনা সংঘটিত হলো অর্থাৎ আহমদীয়া মতবাদের প্রভাব বিস্তারের ফলে জেহাদের উদ্যম বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সকলের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। কিন্তু এরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ এবং দুঃখজনক ছিল। কেননা আহমদীয়া মতবাদ জেহাদ সম্পর্কে যে শিক্ষার অনুসারী তা মূলতঃ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষারই পুনঃ-রুল্লেখ এবং পুনঃপ্রয়োগ মাত্র। এই শিক্ষা-নীতি সর্ব প্রকার আক্রমণাত্মক পদক্ষেপকে রহিত করেছে এবং একমাত্র প্রথমে আক্রান্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে। ইহাই ইসলামী শিক্ষা এবং এই শিক্ষাই বিশ্বের রহমত রূপে আবির্ভূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে অনুসৃত হয়েছে। মুসলমানকে কখনই এই অনুমতি দেওয়া হয় নাই যে, তারা অমুসলমানদেক মুসলমান বানাবার জন্য অস্ত্রধারণ করবে; পক্ষান্তরে মুসল-মানদেক শুধু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করার মানবিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেহাদ সম্পর্কিত এরূপ ধারণা যদি সম্প্রচারিত হয় তাতে এবিষয়ে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা কি সেটাই পুনঃবাস্তবায়িত হতো এবং এর ফলে জেহাদ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণার অবতারণা করা হয়েছে বা অবসান হতো।

আহমদীয়া মতবাদের শিক্ষার একটি অংশ—যা বস্তুতঃপক্ষে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষারই একটি অংশবিশেষ— তা হলো এই য, মুসলমানগণকে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। যদি এই শিক্ষা অনুসৃত হতো তাহলে ইহা প্রশাসনিক তীব্র কলহো-কোন্দল, দুর্নীতি এবং মোনাফেকাত দুর করতে সক্ষম হতো। আফগানিস্তানে যে সকল লোক সৈয়দ আব্দুল লতিফ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তারা বাদশাহকে জেহাদ সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলো কিছুই জানায় নাই। তারা একথাও জানায় নাই যে স্বাধীনতা রক্ষার্থে রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে আহমদীয়া মতবাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাই।

জনাব সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব শাহাদত বরণ করেছেন ; ষড়যন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নির্মম শিকার হয়েছেন তিনি। এভাবে তিনি ছিলেন দু'টি 'ছাগ'-এর মধ্যে অন্যতম যাকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী তথা ইলহাণী সংবাদ অনুযায়ী 'যবেহ' করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল।

পূর্বোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটির দ্বিতীয়াংশে বলা ছিল যে, দু'টি 'যবেহ' সংঘটিত হওয়ার পর গণ-মৃত্যু এবং ধ্বংস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এর পরে দেখুন ঘটনা-প্রবাহ কিভাবে চলতে লাগলো। সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেবকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পর এক মাস কালও অতিক্রান্ত হয় নাই যখন দেখা গেল যে, কাবুল শহরে কলের-মহামারী ছেয়ে গেল। জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে এবং সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করলো যে, একজন নির্দোশ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্যই এই মহা-বিপদ তাদের উপর পতিত হয় ঐশী আযাব রূপে ; আফগান সরকারের অধীনে তৎকালে ফ্রাঙ্ক মার্টিন নামে এক ব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতেন। তিনি উল্লিখিত ঘটনাবলী তাঁর লেখা Under the **absolute Ameer'** নামক গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। অতীতে যে সকল মহামারী সংঘটিত হয়েছে এবং সেগুলোর ফলে যে হারে ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে নতুনভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই আর একটি অসাধারণ মহামারীর আগমন খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ফলতঃ হটাৎ করে মহামারীরূপে কলেরার প্রাদুর্ভাব একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল। এই ঘটনার ২৮ বছর পূর্বে হযরত মীর্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর খুবই খারাপ সময় ঘনিয়ে আসছে বলে তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন। যথাসময়ে মহামারী দেখা দিল এবং একটি গৃহও এর প্রকোপ থেকে রেহাই পেল না। সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মহামারীর আক্রমণ দেখা দেয়—বিশেষভাবে সেই সকল ব্যক্তি অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যারা সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেবকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং অন্যেরা তাদের প্রিয়জনদের অকালেই হারাতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনাগুলো একটি মহাপরাক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা তথা একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল। যখন হযরত মীর্যা সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তখন তিনি একা ছিলেন বলা চলে, অথচ ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন এক সময়ের উল্লেখ ছিল যখন অন্য একটি দেশে তাঁর অনুসারী সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের মধ্যে তাঁকে ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ বলে মানা এবং আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য মৃত্যুবরণ করা—এই সকল কিছুই আশ্চর্যজনক ছিল। কোন সাধারণ ব্যক্তি এ ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ : —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহমদীয়তের ইতিহাসের একটি পাতা

আজ থেকে ৯৫ বৎসর পূর্বে—১৭ই নভেম্বর ১৮৮৪ইং সনে হযরত মৈয়দা নুসরত জাহান বেগম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার সহিত হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর শাদী মোবারক এবং একটি বরকত পূর্ণ বংশের গোড়াপত্তন।

"তোমার ঘর বরকতে পরিপূর্ণ হইবে এবং আমি আমার নেয়ামত সমূহ তোমার উপর পূর্ণ করিব।"—(ইলহাম, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ))

দিল্লীর একটি প্রসিদ্ধ সূফী সৈয়দ বংশের একজন বুজুর্গ সৈয়দ খাজা মোহাম্মদ নাসের রহঃ)-এর নিকট অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম হাসান (আইঃ) একটি কাশফের মাধ্যমে খবর দেন যেঃ "আপনার নিকট আমাকে নানা জান (সাঃ) বিশেষ করিয়া এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমি আপনাকে মারেফাত ও বেলায়েতের সম্পদে ভূষিত করি। ইহা একটি বিশেষ নেয়ামত যাহা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বংশ আপনার জন্য সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছিল। ইহা আপনা হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবে। ('মেয়খানায়ে দরদ' নাসের নযীর দ্বারা সংকলিত)

সুতরাং নির্ধারিত বিধির লিখন অনুসারে যখন এই বৈবাহিক সম্পর্ক (যাহা আকাশে ইতিপূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছিল) সুসম্পন্ন হওয়ার সময় আসিল তখন হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা ইলহামের মাধ্যমে জানাইলেন যে, আপনার বিবাহ দিল্লির এক প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশের মধ্যে তকদিরে লিখিত আছে। 'তারিখে আহমদীয়া'র ২য় অধ্যায়ে জামাতে আহমদীয়ার ঐতিহাসিক মওলানা দোস্‌ত মোহাম্মদ শাহেদ লিখিয়াছেন যে, হযরত আকদস (আঃ) দীর্ঘ সময় হইতে বস্তুত কৌমার্য জীবন-যাপন করিতেছিলেন। হুজুর (আঃ) এর উমর মোবারক তখন ৫০ বৎসরের নিকটবর্তী। জ্ঞান-চর্চায় বিনিদ্র রজনী যাপন হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাকিত। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা অনুসারে যেহেতু আজিমুশ্‌শান রুহানী খান্দানের বুনিয়াদ রাখার প্রয়োজন ছিল এইজন্য সম্ভবতঃ ১৮৮১ সনে খোদাতায়ালা স্বয়ং হুজুর (আঃ)-কে বিবাহের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাইলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে 'বিবাহের সমস্ত ব্যাবস্থা আমরা নিজ শক্তিশালী হস্ত দ্বারা সুসম্পন্ন করিব।'

এই বিবাহের ঐশ্বরিক ব্যবস্থা নিম্নরূপে হইয়াছিল। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব দেহলবী (রাঃ) ১৮৭৬ সাল হইতেই হুজুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি একবার হুজুরের খেদমতে দোয়ার জন্য চিঠি লিখিলেন যে, আপনি দোয়া করুন যেন আমি একজন নেক ও সালেহ জামাতা লাভ করিতে পারি। যেহেতু হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-কে ইতিপূর্বেই আকাশ হইতে তাহরিক করা হইয়াছিল, এই জন্য হুজুর (আঃ) উক্ত খোদায়ী বিবাহ-সম্পর্ক সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য এই চিঠিকে

খোদায়ী ইশারা মনে করিলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন, 'আমি বিবাহ করিতে চাই। আল্লাহতায়ালা আমাকে এলহাম করিয়া জানাইয়াছেন যে, যেমন তোমার বংশ সম্ভ্রান্ত তেমনি সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশ হইতে আমি তোমাকে স্ত্রী দান করিব'। হযরত মীর সাহেব এই চিঠি পড়িয়া গভীর চিন্তায় নিপতিত হইলেন, কারণ তাহার মেয়ের বয়স ঐ সময় ১৭। ১৮ বৎসর ছিল অথচ হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর বয়স তখন প্রায় ৫০ বৎসর। বংশের দিক দিয়া তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন, পরিবেশও সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, এবং মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রথম বিবির পক্ষ হইতে দুইটি সন্তান বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি কোন জওয়াব দিলেন না এবং তাহার স্ত্রী ক্রোধান্বিতা হইবেন এই ভয়ে তাঁহার সহিতও কোন আলাপ করেন নাই।

বিবাহ স্থিরীকৃত

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ)-এর কন্যার জন্য অনেক প্রস্তাবই আসিল কিন্তু আল্লাহতায়ালার কি শান যে, হযরত নানীজান (রাঃ) (হযরত মীর নাসের (রাঃ)-এর স্ত্রী) স্বয়ং প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে নাকচ করিতে লাগিলেন। হযরত মীর (রাঃ) সাহেব চাকুরীর ব্যাপারে কিছুদিন দিল্লীর বাহিরে ছিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন কন্যার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। কোন প্রস্তাবই তাঁহার স্ত্রীর পছন্দ হইতেছিল না। তিনি সমস্ত প্রস্তাবই নাকচ করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত লুধিয়ানার একটি প্রস্তাব যখন নাকচ করিলেন, তখন মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ) কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "মেয়ের বয়স ১৮ হইতে চলিল। তুমি কি মেয়েকে সারাজীবন বসাইয়া রাখিবে? তখন তিনি (তাঁহার স্ত্রী) বলিলেন, "এই সমস্ত প্রস্তাব হইতে তো মির্যা গোলাম আহমদ-এর প্রস্তাবই হাযার গুণে ভাল।" হযরত মীর সাহেব এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তখন তিনি হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি খুলিয়া তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইলেন এবং তখন তখনই এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-কে উত্তর দেওয়া হইল। এই ভাবে এই বরকত পূর্ণ ঐশ্বরিক বিবাহ-সম্পর্কের তারিখ ধার্য হইয়া গেল এবং আজ হইতে ৯৫ বৎসর পূর্বে আজকের দিনে ১৭ই নভেম্বর ১৮৮৪ সনে সুসম্পন্ন হইল।

বরযাত্রীর আগমন

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) দিল্লী যাওয়ার জন্য হাফেজ হামেদ আলী সাহেব এবং সালা মলওয়ামল সাহেবকে নিয়া লুধিয়ানা পৌঁছিলেন। সেখানে হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব (রাঃ) এবং তাঁহার দুই পুত্র, হযরত পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব (রাঃ) এবং পীর এফতেখার আহমদ সাহেব এবং মীর আব্বাস আলী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (আঃ) দুইজন খোদ্দামের সংক্ষিপ্ত বরযাত্রী লইয়া দিল্লী পৌঁছেন। খাজা মীর দরদের মসজিদে আসর মাগরীবের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে মৌলভী সৈয়দ নাজির হুসাইন দেহলভী সাহেব এগারশত টাকা মোহরানাতে বিবাহ পড়ান। প্রকাশ থাকে যে, এই সময়ে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর যে পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল তাহার মূল্য দশ হাজার টাকা। হযরত

মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ) তাঁহার বংশের নিকট হইতে এই বৈবাহিক সম্পর্কের কথা যথাসম্ভব গোপন রাখিলেন। যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বরযাত্রী লইয়া পৌঁছিলেন তখন বংশের অন্যান্য লোকেরা ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল এবং বহু লোক এই জন্য রাগান্বিত হইল যে, বর বৃদ্ধ এবং পাঞ্জাবী এবং ক্রোধ বশতঃ বিবাহ মজলিসে শামিলই হয় নাই।

সাদাসিদা বিবাহ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) দেশাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিলেন, তিনি কোন অলংকার বা কাপড়-চোপড় নিয়া বিবাহ করিতে যান নাই বরং তিনি মীর সাহেবের নিকট (তাহার শ্বশুর) মাত্র ২৫০টাকা দিয়া বলিলেন, যাহা পছন্দ হয় প্রস্তুত করাইয়া লন। মীর সাহেবের বংশের লোকেরা ইহাতেও অনেক তর্কবির্তক করিল। যাহা হউক, রোখসতানা খুব সাদাসিদাই হইল। বিবাহের উপহারসমূহ একটি সিন্দুকে ভরিয়া মসিহ মওউদ (আঃ) কে উহার চাবী দেওয়া হইল। পরবর্তী দিন হুজুর নব বধুকে লইয়া কাদিয়ানে তশরীফ আনিলেন।

হযরত উম্মুল মোমেনিনের কাদিয়ানে প্রথম দিবস

হযরত সৈয়দা নুসরাত জাহান বেগম সাহেবা (রাঃ) যাঁহাকে আল্লাহতায়ালা মোমেনদের মায়ের মর্যাদা দান করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, যখন কাদিয়ানে আসিলেন তখন সংসারে বড়ই দারিদ্র এবং অভাব-অনটনের অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। তাহা ছাড়া, গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিরাও তাঁহার উপর নারাজ ছিলেন। কোথায় দিল্লীর মত বিরাট শহর আর কোথায় কাদিয়ানের মত গঞ্জ ও গ্রাম। হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আম্মাজান একবার আমাকে বলিয়াছেন যে, যখন তোমার পিতা আমাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন তখন বংশের সবাই বিরোধী ছিল। ঘরের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ চাকর ছিল, মেয়েলোক ছিল না। আমার সাথে ফাতেমা বেগম ছিল। তাহার কথা কেহ বুঝিত না, সেও কাহারো কথা বুঝিত না। সন্ধ্যার সময় (বরঞ্চ রাত হইয়া গিয়াছিল) যখন আমরা কাদিয়ানে পৌঁছি। তখন ঘরের পরিবেশ ছিল নির্জন, দেশ ছিল অজানা-অচেনা, মনের অবস্থা ছিল অভাবনীয়রূপে বিষন্ন। কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া গেল, খাওয়ানো পড়ানোর কেহ ছিল না, মুখ ধোয়ানোরও কেহ ছিল না, সাহস ভরসা ও সান্ত্বনা দেওয়ার মত আপন-পর কেহই ছিল না। অজানা-অচেনা পরিবেশে, বড়ই হয়রানী পেরেশানীর মধ্যে নিপতিত হইলাম। কামরার মধ্যে একটি খালি চারপাই ছিল, যাহার পায়ের দিকে একটি কাপড় পড়িয়াছিল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হইয়া আমি উহার উপর শুইয়া পড়িলাম, কখন যে প্রভাত হইল আমি বলিতে পারি না।'

যখন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আম্মাজানকে বিবাহ করিয়া আনিলেন তখন আপন পর সবাই সমালোচনায় মুখর হইয়া পড়িল এবং হাসি-বিদ্রুপ করিতে লাগিল। কিন্তু আরশের অধিপতি খোদা ১৮৮৬ইং তে নিম্নরূপ সুসংবাদ দান করিলেন—

"তোমার ঘর বরকতে পরিপূর্ণ হইবে এবং আমার নেয়ামত সমূহ তোমার উপরে পূর্ণ করিব। এবং পবিত্র মহিলাগণ দ্বারা যাহাদের মধ্য হইতে কতককে তুমি পরে পাইবে, তাহাদের

দ্বারা তোমার গৃহকে পূর্ণ করিব। আমি তোমার বংশধরকে অনেক বৃদ্ধি করিব এবং তোমার বংশ অনেক বিস্তার লাভ করিবে এবং আমি তাহাদের মধ্যে অনেক বরকত দান করিব। তোমার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ অল্প বয়সে মারাও যাইবে এবং তোমার বংশধরগণ বিভিন্ন দেশে বহুল সংখ্যায় বিস্তার লাভ করিবে। .. ..তোমার বংশ কাটা যাইবে না এবং শেষ দিবস পর্যন্ত চির সবুজ থাকিবে, যেইদিন পৃথিবী ধ্বংস হইবে সেইদিন পর্যন্ত খোদা তোমার নামকে সম্মানের সাথে কায়েম রাখিবেন এবং তোমার দাওয়াতকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিবেন।"

সুতরাং এই বাসারত অনুসারে হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ)-এর মোবারক গর্ভ হইতে একটি মোবারক বংশের সুভ সূচনা হয়। তাঁহার গর্ভে পাঁচজন সাহেবজাদা ও পাঁচজন সাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা হইলেন—সাহেবজাদী ইসমত, সাহেবজাদা বশির আউয়াল, হযরত সাহেবজাদা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ), সাহেবজাদী শওকত, হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশির আহমদ এম, এ, (রাঃ), হযরত সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ), হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ), হযরত সাহেবজাদা মির্যা মোবারক আহমদ (রাঃ) সাহেব, সাহেবজাদী সৈয়দা আমাতুন্নাসির (রাঃ) এবং হযরত সৈয়দা আমাতুল হাফিজ সাহেবা। তাঁহাদের মধ্যে হুজুর (রাঃ)-এর তিন ছেলে—হযরত মীর্যা বশিরউদ্দীন (রাঃ), হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ) এবং দুইজন সাহেবজাদী—হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ) এবং নওয়াব আমাতুল হাফিজ সাহেবা পরিণত বয়স প্রাপ্ত হন। বাকী সকলে অল্প বয়সে মারা যান, তাহাদের মধ্যে হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিজ সাহেবা এখনো জীবিত আছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুদান করুন এবং তাঁহার বরকতপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে আমাদের মাথার উপর ছায়া স্বরূপ দীর্ঘস্থায়ী করুন, আমীন।

(আলফজল—১৭ই নভেম্বর ১৯৭৯ইং)

ভাবানুবাদ : ওবায়দুর রহমান ভুইয়া

শুভ বিবাহ

গত ৩০।১২।৭৯ ইং রোজ রবিবার বাদ জোহর আহমদীপাড়াস্থিত মসজিদ মোবারকে নরাইল নিবাসী পিতা মৃত মীর সিদ্দিক আলী সাহেবের প্রথম পুত্র মীর আহমদ আলী সাহেবের শুভ-বিবাহ সিলেট জিলার সাতগাও, সিক্কা গ্রামের পিতা মৃত আবদুল জব্বার চৌমুরী সাহেবের ৪র্থ কন্যা মোসাম্মত রেজিয়া বেগমের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ পড়ান জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব। এই বিবাহ বাবরফত এবং কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট দোওয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে।

আসন্ন জলসা

রক্ষা কর, রক্ষা কর ইসলামের সম্ভ্রম
জলসার বারতা এল "দ্বীন-কু মুকাদ্দাম"
বর্ষপরে হর্ষ ভরে
আহমদীর ঘরে ঘরে
জলসা-সমাগম।
স্বর্গ-শান্তি-রাজ্য পাটে কাজ কর হরদম।
আসছে জলসা আড়ম্বরে
রাবওয়া কাদীয়ান সফর করে
মক্কা মদীনা সাথে করে
নবুয়তের দান।
নবী-নুরে মোহাম্মদী (দঃ) বিশ্ব-শান্তির প্রাণ।
মানব দুনিয়ার উঠছে ঢেউ
খোঁজ রাখেনা কোথায় কেউ
ইরান-আফগান উলট-পালট
মৃত্যু-রঙ্গীণ-মেলা
অসহায়ে ভাসছে ইসলাম
মুসা নবীর ভেলা।
এস নুরের জলসাতে
লহ শান্তি কোল পেতে
হের শোভা দুই নয়নে
নিশানে আসমানী
সুখের স্বর্গ, সুধার শান্তি, সজীব মুসলমানী।
কর্মে রত, ধর্মে মুসলীম, মর্মে আহমদী।
তারাই যুগের শান্তি-সেনা দীপ্ত মোহাম্মদী।
কুরআন হাতে ডাকছে তারা
শোন শান্তির বাণী
আহমদীয়াত-প্রচার-পত্র সুস্থ মুসলমানী
তপ্ত ইসলাম সপ্তাকাশে ঘোষিছে বিজয় বাণী।
লা-ইলাহার বিজয়বাণী ইসলামী সম্ভ্রম
পূণর্জ্জীবন ইসলামের আজ "দ্বীন-কু মুকাদ্দম"।
ঝেড়ে ফেলা শেরক-বেদ-আত ফকিরী কর্দ্দম।
কোথায় হেন নিখুত ইসলাম
কোথায় এ সিলসিলা!
তে-হত্তর তোপ-কামান মুখে দাঁড়ায়ে এ-কেলা
চারিদিকে আজ হাজার হাজার
হানছে এজিদ সেনা
ইসলাম একা জয়নাল আবেদীন অসহায় অচেনা
এস হের জলসাতে
স্নিগ্ধ ইসলাম আরাফাতে
মক্কা মদীনার আলোক-ছায়া
কাদীয়ান রাবওয়াতে!

—চৌধুরী আবদুল মতিন

সংবাদ ঃ

সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বুজুর্গানের শুভাগমন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে হযরত আমীরুল-মুমেলীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে ৩ জন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ তারিখে বিমান যোগে আল্লাহতায়ালার ফজলে মঙ্গলমত ঢাকায় পৌছিয়াছেন। সম্মানিত বুজুর্গান হইলেন—মোহতারম মির্যা অবদুল হক সাহেব, এডভোকেট (আমীর, সাবেক পঃ পাঞ্জাব প্রদেশ) মোহতারম মৌলানা আবদুল মালেক খান সাহেব (নাজের, ইসলাহ-ও-ইরশাদ, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া-পাকিস্তান), মোহতারম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব, (উকীলুল-মাল, তাহরীকে জদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া)। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসা ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ায়ী ১৯৮০ ইং মোতাবেক ২৭, ২৮ ও ২৯শে রবিউল আউয়াল ১৪০০ হিঃ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার ৪ নং বকশী বাজার রোডে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

মোহতারম মৌলানা আবদুল মালেক সাহেব ১২ই ফেব্রুয়ারী নামাজে মাগরিবের পর জামাতের উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে ভাষণ দিতে গিয়া বলেন ঃ

"হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বর্তমানে দুইটি বিষয়ে জামাতের বন্ধুদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিষয় দুইটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১। আহমদীগণ কোন প্রকার ঝগড়া বা লড়াই করিবে না। কারণ ইসলাম মানুষকে লড়াই করিতে শিখায় না। শান্তি স্বরূপ চাবুক মারার ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে প্রেমের চাবুক। হযরত সাহেব বলিয়াছেন, আমি তোমাদের কাউকে লড়াই করার অনুমতি দিব না। তিনি আরও বলেন, তোমাদের যদি কেহ গালি দেয় তার বিনিময়ে তুমি তাহাকে দোওয়া দিও এবং কখনও তাহাকে গালি দিও না।

২। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর রঙ্গে রঙ্গীন হইতে হইবে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নীতি-দর্শন মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। মোমিনকে এমন হইতে হইবে যাহাতে তাহার এবং অপরের [গায়ের মোমিনের] মধ্যে পার্থক্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। যদি দেখ যে তোমাদের দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই তবে বুঝিবে যে তোমার মধ্যেই কোন দুর্বলতা আছে, ইহার জন্য পবিত্র কুরআনে কোন দোষ নাই।"

পুস্তক-প্রবন্ধ প্রণয়ন সম্পর্কে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (নির্দেশ)

"জামাতি নেযামের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আহমদী যেন কোন বই-পুস্তক প্রকাশ না করেন।"

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) ৮৭তম বিশ্ব-সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে ভাষণ দিতে গিয়া বলেন, "যে সকল আহমদী প্রণেতা বা লিখক জামাতের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন এবং এই প্রবর্তিত কায়েদা বা নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন—"ব্যক্তিগতভাবে কোন আহ্‌মদী ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বই-পুস্তক প্রকাশ করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহারা 'নাজারত ইশা-রাতে লিটারেচার ও তসনীফ' হইতে অনুমোদন লাভ করেন'—তাহাদের বিজ্ঞাপনও আল-ফজলে আসা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি জামাতের নেজাম (সাংগঠনিক ব্যবস্থা)-এর সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নয়, জামাতের বন্ধুদের নিকট যাইয়া তাহার বই বিক্রয় করিবারই বা কি প্রয়োজন? হুজুর বলেন, এই নিয়ম বা পদ্ধতি যাহা কায়েম করা হইয়াছে তাহা অতীব জরুরী বিষয়। সাধারণ মানুষ হয় বা ইহার গুরুত্ব বুঝিতে নাও পারেন, কিন্তু যদি ইহার (বিনা অনুমোদনে পুস্তক-প্রবন্ধ প্রকাশ) অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেক প্রকারের ফেৎনার দ্বার খুলিতে পারে। হুজুর বলেন, এরূপ প্রণেতার আমিত্বকে আমাদের অবশ্যই নির্মূল করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) এই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক নির্দেশ ও হেদায়েত জামাতের বন্ধুদিগকে দান করেন যে, উম্মতে-মুসলেমাকে উম্মতে-ওয়াহেদা বা একক মণ্ডলীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ইস্পত-কঠিন ইত্তেহাদ ও ঐক্যের প্রয়োজন, বরং উহাতে একটি সূচের ছিদ্র পরিমাণও ফাটল থাকা উচিত নয়। আমাদের ভাইদের উচিত, তাঁহারা যেন নজামের অনুবর্তিতা করেন এবং দেয়াল ডিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশ না করেন, বরং নির্ধারিত দরোজা দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করেন "

(আল-ফজল, ২রা জানুয়ারী ১৯৮০ইং)

ইওমুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপিত

ঢাকা ব্যতীত বাংলাদেশে বিস্তৃত সকল আহমদী জামাতের ইত্তমুন্নবী (সাঃ) যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। যথা, চিটাগং, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া, ও তেজগাও, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি জামাত সমূহ হইতে জলসার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। স্থান অভাবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল না।

অনুবাদ ও সংকলনঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সালানা জলসা উপলক্ষে খেদমত পালনকারীদের উদ্দেশ্যে

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র ইরশাদ

"সালানা জলসার খেদমতকে সাধারণ ও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না—ইহা তো মহা বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় খেদমত।"

"এই খেদমতকে সাধারণ ও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না, বড়ই বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় এই খেদমত !!! জলসার এই কয়েকটি দিন খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে ২৪ ঘণ্টা যদি আপনারা ওক্‌ফ (উৎসর্গ) করিয়া দেন, তাহাতে মরিয়া যাইবেন না—এরূপ দুর্বলও হইবেন না যাহার ফলে চিররুগ্ন হইয়া পড়েন, ...যৎসামান্য কিছু কষ্টই আপনাদিগকে বরদাশত করিতে হইবে কিন্তু ইহার ফলে এরূপ অসংখ্য রহমতরাজীর ওয়ারিশ হইবেন, যে আপনাদের অথবা অন্য কোন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক উহাদের কল্পনাও করিতে পারে না।

সুতরাং আমাদের বাচ্চারা অথবা আমাদের সেই সকল ভাই যাহারা এই খেদমতের বরকত এবং এই খেদমতের ফলে লভ্য রহমত ও পুরস্কারের দিকে অমনোযোগী, তাহাদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মেহ্‌মানদের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া আল্লাহতায়ালার রহমতরাজী এবং তাঁহার অগণিত ফজলের ওয়ারিশ হওয়ার জন্য যত্নবান হউন।

আল্লাহ আপনাদিগকে বুঝিবার ক্ষমতা ও তওফিক দান করুন এবং আমাদিগকেও আমাদের জিম্মাদারী সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সদা স্বয়ং তওফিক ও সামর্থ্য দিতে থাকুন। কেননা তাঁহার তওফিক ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না।" (আল-ফজল, ৮ই জুন, ১৯৬৮)

সালানা জলসায় যোগদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া ঃ

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

"আমি দোওয়া করি, আল্লাহতায়ালা এই লিল্লাহি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, সকল সংকটও বাধা-বিঘ্ন অপসারিত এবং দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা তাহাদিগের জন্য নিরাময় ও সহজ করিয়া দিন, তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা বিদূরিত করুন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিস্কৃতি ও নিরাপত্তা দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা বাস্তবায়নের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকালে সেই বান্দাদিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্ত অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা, হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী, করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী ! এ দোওয়া সকল তুমি কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে জয়যুক্ত কর, কেননা প্রত্যেক প্রকারের শক্তি ও ক্ষমতার তুমিই অধিপতি। আমীন : পুনঃ আমীন।" (এশতেহার ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯১ ইং)

অনুবাদ ঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press.
for the proprietors, Bangladesh Anjumane- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor